~ www.amarboi.com ~

পরমাণু বিজ্ঞানী
ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া

আসলাম সানী

~ www.amarboi.com ~

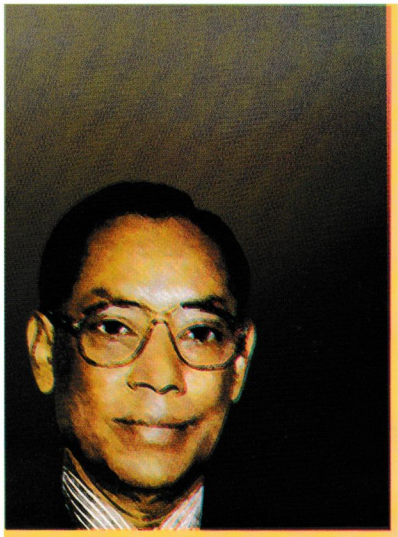

নিজেকে জানতে যেমন লেখাপড়া করতে হয়, জ্ঞানার্জন করতে হয়—তেমনি বড়ো মানুষ হতে হলেও জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞ-প্রজ্ঞাবান, ত্যাজী-ত্যাগী, বরেণ্য-শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনাচার, কর্ম-কীর্তি, ত্যাগ-অবদানের কথা জানতে হয়, শিখতে হয় তাদের মহৎ সব সৃষ্টাচার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমনি একজন নিভৃতচারী জ্ঞানসাধক পরমাণু বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন। নিরবে যিনি বিজ্ঞানচর্চা করে গেছেন। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া তেমনি একজন পাঠউপযোগী জীবনবোধ নির্মাণের শিল্পী। তাঁর জীবন-কর্ম পাঠে মানুষ শুধু মুগ্ধই নয়, ঋদ্ধ হতে পারে। স্বপ্নে ও সত্যে জীবনের মহোৎসবে, আমাদের অন্তরে, রবে তুমি নীরবে...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

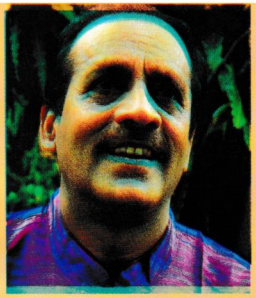

জন্ম : ৫ জানুয়ারি ১৯৫৮ (বেগম বাজার, লালবাগ, ঢাক

পিতা : মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামিউল্লাহ,

মাতা : মরহুমা শাহানা বেগম,

ঠিকানা : ১৮৫/এ, জগন্নাথ সাহা রোড (আমলিগোলা) লালবাগ, ঢাকা–১২১১, বাংলাদেশ,
ফোন : ৮৬২০৮৮৪, মোবাইল : ০১৮৪০৫০১৩২৩।

পেশা : লেখালেখি/সাংবাদিকতা/অভিনয়,

শিক্ষা : এইচ এসসি, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নাট্যকার-নাট্যশিল্পী ও গীতিকার,

যুগ্ম সম্পাদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ,

জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক : ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে),

সদস্য : বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে),

সাংস্কৃতিক সম্পাদক : চিত্রালী পাঠক-পাঠিকা চলচ্চিত্র সংসদ (চিপাচস),

প্রকাশনা সম্পাদক : বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি,

সদস্য : টেলিভিশন নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী সংসদ। (টেনাশিনাস)।

বিবাহিত : স্ত্রী : নুসরাত জাহান (গৃহিনী/বুটিক শিল্পী),

৩ কন্যা : অনন্যা শতদ্রু রুম্পা, মৌনি তাপসি শম্পা, সৌন্দর্য প্রিয়দর্শিনী ঝুম্পা।

কাব্যগ্রন্থ-৪৭, গল্পগ্রন্থ-১৪, ছড়াগ্রন্থ-২৯, জীবনী/সম্পাদনা/অন্যান্য-২১সহ শতাধিক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রচ্ছদ : রূপক হাসান

~ www.amarboi.com ~

পরমাণু বিজ্ঞানী

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া

আসলাম সানী

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া

জন্ম : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ ॥ মৃত্যু : ৯ মে ২০০৯

আমার বই

জোনাকী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জোনাকী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক : মোঃ মঞ্জুর হোসেন
জোনাকী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : কাজরী প্রিন্টার্স, ২২ ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা-১১০০

গ্রাফিক্স : মশিউর রহমান
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রূপক হাসান

স্বত্ব : অনন্যা শতদ্রু রুম্পা

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

ISBN : 984-90070-2-9

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে নয়—কেবল নৈতিক কারণেই একান্ত নীরব বিজ্ঞানতাপস—এই ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে নিয়ে লেখা। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন-স্বাধীনতা সংগ্রাম–ছয়দফা আন্দোলন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিশাল ক্যানভাস জুড়ে যার ছোট্ট একটি ছবি কিছুটা ম্লান-মৃদ আলোছায়া-কিংবা এই মহৎ-বৃহৎ সময়ের চিত্রকল্প খুব স্পষ্ট স্বাপেক্ষে যিনি দেখেন-লেখেন তারপরও নিজেকে রাখেন দূরে একান্তে নিজের ভেতর। সাধক মানেই আত্মনিবেদিত। রণ-ক্ষমতা, ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা, জৌলুস-ঝঞ্ঝাট থেকে গুটিয়ে রেখে কর্মসাধনায় নিমগ্নই থেকেছেন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া। তার জীবন আমাদের দীক্ষা দেয়—নির্লোভ-মহৎ হতে, কর্মযোগী-সাধক হতে, দেশ ও মানবপ্রেমী হতে।

এম এ ওয়াজেদ মিয়ার কর্ম-কীর্তি-জীবনাচরণ আমাদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হোক।

আমি তাঁকে দীর্ঘসময় যেভাবে দেখেছি—মুগ্ধ হয়েছি, ধন্য হয়েছি। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে এই প্রচেষ্টা। মানুষ-কাল তাকে জেনে কিছু শিখে থাকলেই আমি ধন্য। এই গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে তাগিদ ও প্রেরণা দিয়েছে প্রকাশক মঞ্জুর হোসেন, স্বত্ত্বাধিকারী, জোনাকী প্রকাশনী, তাকে ধন্যবাদ।

আসলাম সানী
১ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৭৩/১ জগন্নাথ সাহা রোড,
লালবাগ, ঢাকা-১২১১
বাংলাদেশ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধের আজীবন সংগঠক
লেখক অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী'র
করকমলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া কৃতিমান বাঙালিদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। রাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে নিজের পরিচয়ে স্বতন্ত্র ও ভাস্বর হয়ে আছেন। রাজনৈতিক বলয়ে থাকলেও গবেষণা নিয়ে তিনি এক আলাদা জগৎ তৈরি করেছিলেন। আপন কর্ম-কীর্তিতেই তিনি স্বমহিমায় ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

এই প্রজ্ঞাবান নির্লোভ ধ্যানী মানুষটি জন্মেছিলেন ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত (বর্তমান উপজেলা) ফতেহপুর গ্রামে। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে প্রিয়জনরা 'সুধা মিয়া' নামে ডাকতেন। রংপুরের পিছিয়ে পড়া সবুজ-শ্যামল কোমল গাঁয়েই কেটেছে তাঁর সোনালি শৈশব। সরল গাঁয়ের জনজীবনে বেড়ে ওঠা এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মানবদরদী এই শিক্ষানুরাগী শিশু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বনামধন্য এক বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার নাম তাই জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর স্নেহময়ী মাতার নাম ছিল ময়জুন নেসা। পিতা আবদুল কাদের মিয়া ছিলেন পারিবারিক সূত্রে অনেক জায়গা-জমির অধিকারী এবং সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অধীর আগ্রহ। পরিবারে ধর্ম-শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিরও চর্চা ছিল বেশ। শৈশব থেকেই গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো তাঁর। গরিব-ধনী নির্বিশেষে সবার সঙ্গেই তিনি মিশতেন। বন্ধুবৎসল ছিলো তাঁর মন। মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা ভাবতেন তিনি সর্বক্ষণ।

পীরগঞ্জ চরকরিম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এখানে প্রাথমিক পাঠ শেষে ১৯৫৬ সালে তিনি রংপুর জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৮ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এইচএসসি পাশ করেন। শৈশবে খেলাধুলার পাশাপাশি জ্ঞানার্জনের নেশা ছিল সুধা মিয়ার গভীর। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিশ্বের ইতিহাস ও নানা বিষয়ে জানার ব্যাপক আগ্রহে তিনি নানা ধরনের বই পাঠ করতেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালেই তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ওয়াজেদ মিয়া স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দেশে তখন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে রক্তস্নাত পথে বাঙালি জাতির স্বাধিকার-স্বাধীনতার স্বপ্ন উচ্চকিত উদ্বেলিত। সংগ্রাম-আন্দোলনের অগ্নিছাঁচের তীব্র উষ্ণতায় প্রদীপ্ত গোটা পূর্ব বাংলা। এসব আন্দোলনের অগ্নিবলয়ে ওয়াজেদ মিয়া সচেতন একজন ছাত্র হিসেবে পরিস্থিতি অবলোকন-অনুধাবনেও নিমগ্ন। অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয় ছাত্র আন্দোলনে এবং জাতির দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় তাঁর হৃদয় প্রতিবাদে শাণিত হতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকাকালে (১৯৭৭) ওয়াজেদ মিয়ার কোলে জয় ও শেখ হাসিনার কোলে পুতুল

সে বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালেই তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ওয়াজেদ মিয়া স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দেশে তখন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে রক্তস্নাত পথে বাঙালি জাতির স্বাধিকার-স্বাধীনতার স্বপ্ন উচ্চকিত উদ্বেলিত। সংগ্রাম-আন্দোলনের অগ্নিছাঁচের তীব্র উষ্ণতায় প্রদীপ্ত গোটা পূর্ব বাংলা। এসব আন্দোলনের অগ্নিবলয়ে ওয়াজেদ মিয়া সচেতন একজন ছাত্র হিসেবে পরিস্থিতি অবলোকন-অনুধাবনেও নিমগ্ন। অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয় ছাত্র আন্দোলনে এবং জাতির দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় তাঁর হৃদয় প্রতিবাদে শাণিত হতো।

১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে এমএসসিও পাশ করেন তিনি। ইতোপূর্বে ১৯৬১ সালে রাজনৈতিক সচেতন ওয়াজেদ মিয়া ফজলুল হক হলের ভিপি নির্বাচিত হন। কতটা জনপ্রিয় হলে তা সম্ভব একবার ভেবে দেখা যাক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৬০তম জন্মদিনে স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এটাই ছিল তাঁর শেষ শুভেচ্ছা। আর কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে ফুলেল শুভেচ্ছা দিতে পারবেন না স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া।

১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি পূর্ব বাংলার গণতন্ত্রের সাহসী নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রেফতার হন ওয়াজেদ মিয়া এবং চল্লিশ দিন কারানির্যাতন ভোগ করেন। এ বছরই বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক বিরোধী তীব্র আন্দোলনে গ্রেফতার হলে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে জেল গেটে তাঁর সঙ্গে ওয়াজেদ মিয়া দেখা করেন। এ সময় সামরিক জান্তা আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন তিনি।

আদর্শিক রাজনৈতিক কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তখন থেকে ওয়াজেদ মিয়ার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনেও ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করেন এই তরুণ বিজ্ঞানী ওয়াজেদ মিয়া। ১৯৬৩ সালের ৯ এপ্রিল তিনি পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনে যোগ দিয়ে লাহোরে যান। তাঁর সাধনা থেমে থাকে না। নিরলস কঠোর অধ্যাবসায়ের জন্যে ১৯৬৩-৬৪ সালে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে অ্যাটমিক এনার্জির ওপর ডিপ্লোমা পান এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নিমগ্ন গবেষণার মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াজেদ মিয়া সেই অবহেলিত পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলার পীরগঞ্জের ফতেহপুর গ্রামের একজন সাধারণ বাঙালি সন্তান যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (নিউক্লিয়ার এন্ড হাই এনার্জি পার্টিকেল ফিজিক্স) পদার্থ বিজ্ঞানে সফলতার সঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের মুখ উজ্জ্বল করেন এই বাঙালি বিজ্ঞানী। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে ঢাকার আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ সময় বাঙালি জাতি অস্তিত্ব ও অধিকার আদায়ে সংগ্রামমুখর। স্বাধিকার স্বায়ত্ব শাসন ৬-দফা বাস্তবায়নের দাবিতে এদেশের মানুষ সোচ্চার। ড. ওয়াজেদ মিয়া সরকারি চাকরি করেও এসব আন্দোলনে গোপন নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। এ দিকে ১৯৬৮-৬৯-এর গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার তীব্র আন্দোলনে সমগ্র জাতি তখন সম্পৃক্ত। এ সময় ড. ওয়াজেদ মিয়া আণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রতিবাদী সংগঠন গড়ে তোলেন।

ইতোপূর্বে ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর ধানমন্ডি ৩২নং বঙ্গবন্ধু ভবনে আন্দোলনের ঝঞ্ঝামুখর দিনে বাংলার অবিসংবাদিত কালজয়ী মহামানব বাঙালি জাতি ও জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অস্তিত্বের প্রতীক বিশ্বনেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এক অনাড়ম্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন উজ্জ্বল তরুণ পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া। আজকের জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী। আর বঙ্গবন্ধু তখন জেলে আবদ্ধ। পরদিন ১৮ নভেম্বর জেলগেটে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নবপরিণীতাকে নিয়ে দেখা করতে গেলে বঙ্গবন্ধু ড. ওয়াজেদ মিয়াকে একটি হাতঘড়ি উপহার দেন। যা ড. ওয়াজেদ মিয়া আজীবন সংরক্ষণ করেন। এরপর অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের পথে অগ্রযাত্রা এই পরিবারের। এ সময় ১৯৬৯ সালে নিজ কর্মগুণেই ড. ওয়াজেদ মিয়া ইতালির ট্রিয়েস্টের আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র থেকে সম্মানপূর্বক অ্যাসোসিয়েটশিপ লাভ করেন। এই সুবাদে তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ ও ১৯৮৩ সালে ওই গবেষণা কেন্দ্রে প্রতিবার ৬ মাস করে গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের ড্যারেসবেরী নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরিতে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। এর মধ্যে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনার ঘরে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করা ভবিষ্যৎ দুই কৃতিমান সন্তানের জন্ম হয়। পুত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্ম ও গবেষণারত কম্পিউটার বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী সজীব ওয়াজেদ জয় ও অটিস্টিক মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত গবেষক কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এম এ ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনাসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৭২

একজন নিভৃতচারী নিমগ্ন বিজ্ঞান গবেষণক ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের উষালগ্ন ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের নয়টি মাস বঙ্গবন্ধু পরিবারের সঙ্গে অবরুদ্ধ ঢাকায় বন্দি জীবনযাপন করতে হয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক হায়েনা ইয়াহিয়া, নিয়াজী, টিক্কা, রাও ফরমান আলী খানেরা যে অপারেশন সার্চলাইট হণনযজ্ঞ চালিয়েছিল তাতে মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়ই কেবল এই পরিবারটির বাঁচা সম্ভব হয়েছিল। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব-এর আপোষহীন সাহসিকতা-ধৈর্য ও দূরদৃষ্টি শুধু বঙ্গবন্ধু পরিবারই নয় গোটা বাঙালি জাতির জীবন শক্তি সঞ্চার করেছে। বঙ্গ সার্দুল শেখ কামাল তারুণ্য যোদ্ধা শেখ জামাল স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে ড. ওয়াজেদ ও জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণরক্ষা নয়, মুক্তির সশস্ত্র যুদ্ধকে বেগবান করতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও লড়াই চালিয়েছেন আত্মগোপনে থেকেও। এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে ড. ওয়াজেদ প্রাজ্ঞ ভূমিকা পালন করেছেন এ সময়, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জাতি স্মরণ করবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুত্রবধূর হাতে আংটি পরিয়ে দিচ্ছেন শেখ হাসিনা। পাশে পিতা-পুত্র।

বাংলাদেশের মহান স্থপতি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জামাতা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববরেণ্য নেতার স্নেহধন্য পুত্রপ্রবর হওয়া সত্ত্বেও এই পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া রাজনৈতিক সুবিধা বহির্ভূত জীবন যাপন করেছেন আমৃত্যু। রাষ্ট্রক্ষমতা-সুবিধার বাইরে থেকে নির্লোভ সৎ জীবন অতিবাহিত করেছেন নীরবে। নিজ শ্রম, জ্ঞান, যোগ্যতায় স্ব-পেশায় আত্মনিয়োজিত থেকেছেন আজীবন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বা স্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারে তিনি কোনো ধরনের প্রভাব দেখাননি কখনো। নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে দেশে-বিদেশে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে ঢাকা আণবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিচালক ও পরে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এ পদে থেকেই তিনি ১৯৯৯ সালে ৫৭ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তিনি তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির কার্লসরুয়ে শহরের আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে আণবিক রিঅ্যাক্টর বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনের দিল্লিস্থ ল্যাবটরিতে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। '৭৫-এর নির্মম জাতিবিধ্বংসি হত্যাকাণ্ডে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিবারের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন স্বদেশ স্বভূমিতে থাকলে। বঙ্গবন্ধুর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সময় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিয়ে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া জার্মানিতে একটি গবেষণা ফেলোশিপে অবস্থান করছিলেন। ফলে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান তিনি। হয়তো ভাগ্যক্রমেই তাদের জীবন রক্ষা পায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে ড. ওয়াজেদ মিয়া এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী নুরুদ্দিন খান

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বঙ্গবন্ধু পরিবারের গৌরবের পাশাপাশি বেদনা-দুঃখ-কষ্ট-শোক দ্রোহকে লালন করেছেন আমৃত্যু। এই পরিবারের সঙ্গে শুধু তাঁর আত্মীক সম্পর্কই নয় পরমাত্মীক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় একাকার হয়েছিল। পিতাসম নেতা বঙ্গবন্ধু মাতৃসম বঙ্গমাতা বেগম মুজিব ভ্রাতৃতুল্য শেখ কামাল-জামাল, বধুদ্বয় ও সন্তানতুল্য শেখ রাসেল তাঁর হৃদয় ক্ষরিত স্থানে ছিল। সমব্যথি ড. ওয়াজেদও বরণ করেছেন সমভাবেই এইসব হাহাকার হৃৎযন্ত্রণা যাতনা শোক।

বিশ্বনন্দিত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বহু জাতীয় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করে দেশের জন্যে বয়ে আনেন সুনাম, খ্যাতি ও মর্যাদা। তাঁর অনেক গবেষণামূলক বিজ্ঞান, রাজনীতি ও দেশপ্রেম বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর রচনা প্রবন্ধ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখার অন্যতম দিকটি ছিল যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্লেষণধর্মী। তাঁর ৪৬৪ পৃষ্ঠার দীর্ঘ লেখা স্মৃতিচারণ ও বাস্তব প্রেক্ষাপটের অনবদ্য চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে যা আমাদের এদেশের রাজনীতিক উত্থান-পতনের এক কালক্রমিক প্রামাণ্য দলিল (এটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

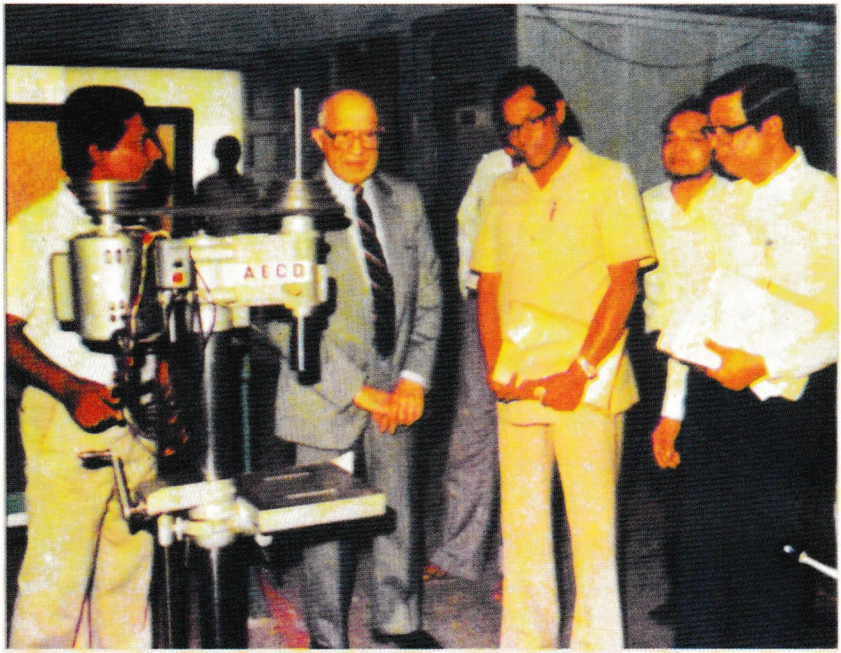

পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের গবেষণাগারে অতিথি বিজ্ঞানীসহ ড. ওয়াজেদ মিয়া

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) প্রকাশ করে 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র' গ্রন্থটি। এ ছাড়া তাঁর লেখা গবেষণাধর্মী আটটি প্রবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান' ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক গ্রন্থ 'Fundamentals of thermodynamics (University Press Limited (UPL) Dhaka 1988. 'Fundamentauls of Electromagnetics (tata Mcgraw Hill)' Elementary Nuclear and reactor physics (1995) 'Basics of Super corductivity (1996) এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞান বিষয়ক নানা বক্তব্য সম্বলিত গ্রন্থ 'Some Thoughts on science & Technology' গ্রন্থটি ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশে বায়ুর গুণগতমান ও অম্লবৃষ্টি পর্যবেক্ষণ শীর্ষক সেমিনার'-এ বক্তব্য রাখছেন ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া

বিশ্ববরেণ্য পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাবলীল ভাষা, সরল যুক্তিনির্ভর এ সব গ্রন্থ দেশে-বিদেশে বিজ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের সুখপাঠ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পদার্থ বিজ্ঞান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগের ছাত্রদের পঠনীয়।

বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকার বিক্রমপুর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু স্বর্ণপদক ১৯৯৪ এবং ম্যাবস ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা, ১৯৯৭ সালে তাঁকে পুরস্কার প্রদান করে। ড. ওয়াজেদ মিয়া পরপর দু'বার বাংলাদেশ আণবিক শক্তি বিজ্ঞানী সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও তিনবার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ পদার্থ বিজ্ঞান সমিতিরও সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সম্মান স্বীকৃতি মর্যাদার জন্যে তিনি অনেক কাজ করে গেছেন, সে কারণে তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতিরও সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার মেডিসিন প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আয়োজিত মহান বিজয় দিবস '৯৭-এ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া

আণবিক শক্তি বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া বাংলাদেশের অভ্যুত্থান তথা স্বাধিকার স্বায়ত্বশাসন স্বাধীনতার সংগ্রাম মহান মুক্তিযুদ্ধ এসব ঘটনার এক প্রতক্ষ্য সাক্ষী ছিলেন এই দেশপ্রেমিক জ্ঞান সাধক। জনদরদী মানবসেবী অসাম্প্রদায়িক সত্য ও সুন্দরের সাধক ছিলেন। সংগঠক হিসেবেও তাঁর সুনাম ও বেশ সমাদর ছিল। তিনি রংপুর জেলা সমিতির সভাপতি (১৯৮৯-৯৩)। বৃহত্তর রংপুর কল্যাণ সমিতির সভাপতি (১৯৯৯-২০০৯)। উত্তরবঙ্গ কল্যাণ সমিতি (উপদেষ্টা ২০০৬-২০০৯), রাজশাহী বিভাগ উন্নয়ন ফোরাম (উপদেষ্টা ২০০৬-২০০৯), বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদ (উপদেষ্টা ২০০৬-২০০৯), মির্জাপুর বশির উদ্দিন কলেজ, মিঠাপুকুর, রংপুর (প্রধান উপদেষ্টা আমৃত্যু)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই অজাতশত্রু বিজ্ঞানী মনীষী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া জীবন গঠন ও জীবনযাপনে ত্যাগ ও মঙ্গলের এক কালোত্তীর্ণ দৃষ্টান্ত। দেশ ও কালের বরেণ্য এই জ্ঞান সাধক অত্যন্ত নিভৃতে নীরবে অতি সাধারণ জীবনযাপন করে ২০০৯ সালের ৯ মে শনিবার রাত ৮টা ২৫মি. ঢাকাস্থ ধানমন্ডি শেখ রাসেল স্কোয়ারের স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ হারালো এক নিবেদিত প্রাণ বিজ্ঞানীকে। আর বাঙালি জাতি হারালো বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সংগঠক, এদেশের ইতিহাস নির্মাণের প্রথম সারির এক সত্যদ্রষ্টা-স্বপ্নদ্রষ্টা স্বজনকে। পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর কর্ম-কীর্তি-ব্যবহার ও ত্যাগী জীবনের দৃষ্টান্তেই যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন এই মাটি-মানুষ তার ইতিহাসে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

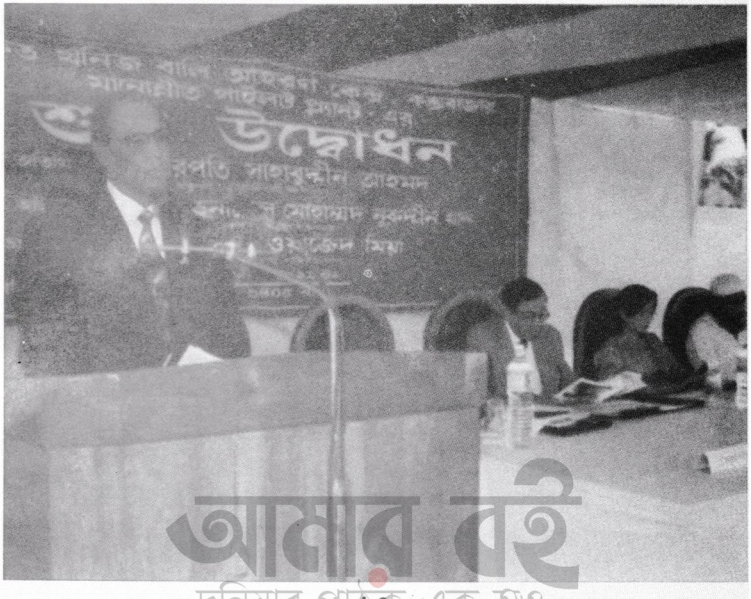

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

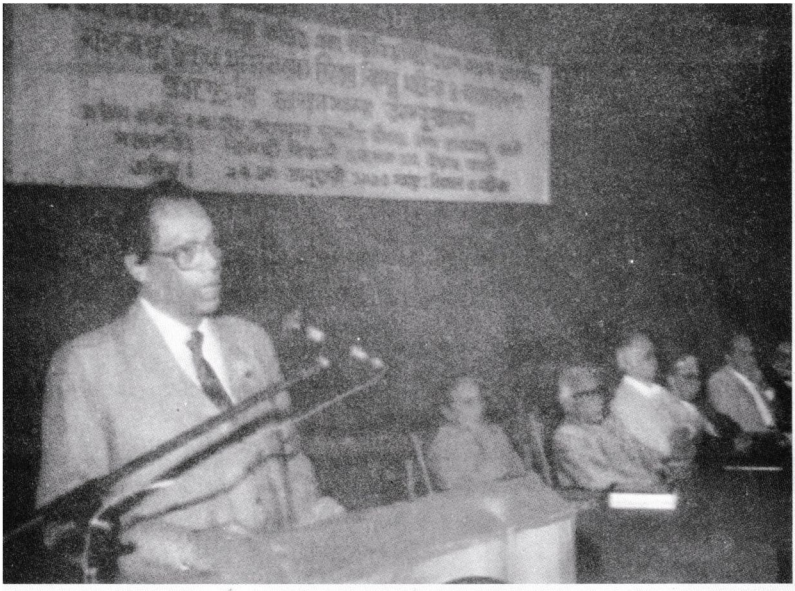

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

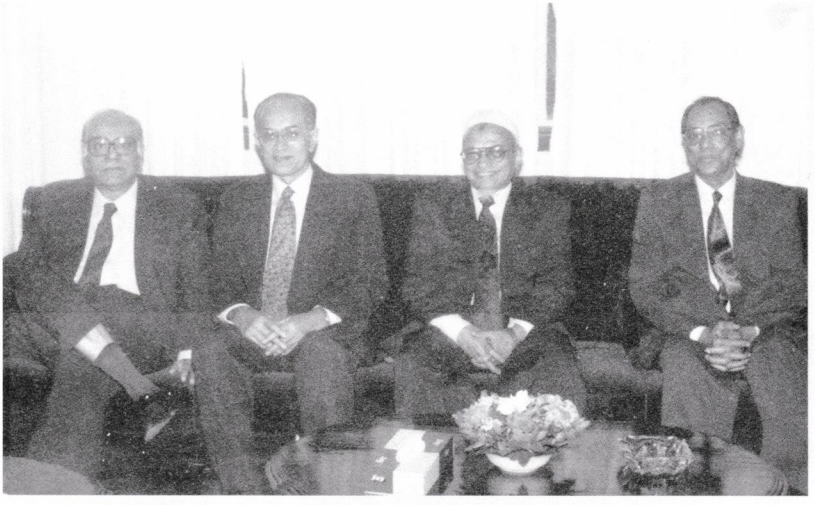

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও